আকাশপথে বেবি ফুডের কৌটোয় মাদক পাচার!

কৌশিক দে ■ মালদা

সড়ক ছেড়ে এ বার আকাশ পথেও আসছে মাদক!

দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের মণিপুর থেকে কাঁচামাল আনার জন্য উড়ানে পাড়ি দিচ্ছেন মাদক ব্যবসায়ীরা। তার পরে কলকাতা কিংবা শিলিগুড়ির বাগডোগরায় নেমে সড়ক পথে সেই 'মাল' পৌঁছে দিচ্ছেন মালদায়। মালদার কালিয়াচকের একাধিক কারখানায় মাদক তৈরি করার পরে দফায় দফায় সেগুলি পাঠানো হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে।

সম্প্রতি মালদায় একটি মাদক পাচারচক্রের হদিশ পেয়ে তদন্ত শুরু করে জেলা পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে সামনে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যার মধ্যে অন্যতম, গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে বেবি ফুডের কৌটো এবং বোতল সিল করে মাদক আনার নতুন কৌশল। পুলিশকর্তাদের দাবি, মালদাই এখন হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার তৈরি এবং পাচারে রাজ্যের মধ্যে এক নম্বরে পৌঁছে গিয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কালিয়াচক-মানিকচক-ইংরেজবাজার এই রুট ধরে মাদকের ব্যবসা চলছে। এর মধ্যে মোজ়ামপুর, হারুচক, বামুনগ্রামে কাঁচামাল থেকে মাদক তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এক সময়ে জাল নোটের কারবারের জন্য এ সব গ্রাম পরিচিত থাকলেও এখন শুরু হয়েছে মাদকের ব্যবসা।

জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সীমান্তবর্তী জেলা মালদাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা ব্রাউন সুগার এবং হেরোইনের মতো ড্রাগ পাচার করছে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে সড়কপথ ব্যবহার করে চলছিল এই কারবার। সেখানে নিরাপত্তা কড়াকড়ি হতেই আকাশ পথ ব্যবহার করে কলকাতা এবং বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে আনা হচ্ছে কাঁচা মাল।'

গোয়া এবং কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার চার মাদক কারবারি —এই সময়

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে কলকাতা এবং গোয়া থেকে জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল এই পাচারচক্রের চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা মণিপুর থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরেই ধরা পড়ে যান। ধৃতদের কাছ থেকে বেবি ফুডের কিছু কৌটো উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে ব্রাউন সুগার তৈরির উপকরণও মিলেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত দু'মাসে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ৭২ কিলো ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ১২০ জন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তদন্তে উঠে এসেছে, অসম, মণিপুর, মেঘালয় থেকে কাঁচামাল মালদায় এনে ব্রাউন সুগার তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় তা পাঠানো হচ্ছে। যে হেতু বেবি ফুডের ক্ষেত্রে নজরদারির তেমন কড়াকড়ি থাকে না, তাই মাদক কারবারে নতুন এই কৌশল নিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

কারখানায় কাঁচামাল আনার পরে মাদক তৈরিতে যুক্ত হচ্ছে স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও। মালদা জেলা পুলিশ এই চক্র ভাঙতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল বলেন, 'জেলা পুলিশ বিষয়টি নিয়ে অ্যাকটিভ। স্কুলে স্কুলে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চলছে।'

এ বিষয়ে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া শুভ দাস বলেন, 'মালদায় মাদক চক্র বাড়ছে। কারও না কারও মদতে এই কারবার চলছে। স্বাভাবিক ভাবে জেলার যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।' তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন অবশ্য বলেন, 'পুরো টিম নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার যেভাবে অভিযান শুরু করেছেন, তাতে কিছুদিনের মধ্যে মালদা থেকে মাদকের কারবার নির্মূল হয়ে যাবে।'

জলের অভাবে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকে

এই সময়, রাজারহাট: বাইরে থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া গেলেও স্নান, কাপড় কাচা বা বাসন মাজার জল পাওয়া যাচ্ছে না। বালতি বা ড্রাম ভর্তি করে একতলা থেকে উপরে জল তুলতে হিমশিম খাচ্ছেন বাসিন্দারা। একে 'দূষিত' জলে অসুস্থতা, এ বার জল নিয়ে এমন সঙ্কটে প্রবল অসন্তুষ্ট নিউ টাউনের 'সুখবৃষ্টি' আবাসনে।

এনকেডিএ সূত্রে খবর, যে জল মিলছে, তাতে শুধু শৌচকর্ম করা যাচ্ছে। ফলে অন্যান্য কাজের জন্য জল মিলছে না। এই অবস্থায় অনেক পরিবারই আপাতত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে বা হোটেলে থাকছেন।

গত ক'সপ্তাহে 'ই'-ব্লকের ৩০০-র বেশি বাসিন্দা ডায়ারিয়া-সহ নানা অসুখে আক্রান্ত হন, কেউ কেউ হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওভারহেড ট্যাঙ্কের দূষিত জলেই এই বিপর্যয়। এ নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হওয়ার পরে সোমবার ১৪১টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক সাফাইয়ের কাজ শুরু করেন কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ট্যাঙ্ক 'ডিপ ক্লিনিং' হয়েছে, কাজে শেষ করতে আরও অন্তত তিন দিন লাগবে। জলের নমুনায় কোলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়া মিলেছে বলে জানিয়েছে এনকেডিএ। তবে বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত দূষণের উৎস চিহ্নিত করা যায়নি। যে কারণে আতঙ্ক বেড়েছে বাসিন্দাদের।

নেহা গুপ্তা নামে এক আবাসিক বলেন, 'আমার বাচ্চারা অসুস্থ। নিরাপদ জলের নিশ্চয়তা না পেলে এখানে ফিরব না।' বৃহস্পতিবারই অসমে শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছেন তাঁরা। আবদুল করিম, অঙ্কিত রায়দের মতো আরও অনেকে আপাতত 'সুখবৃষ্টি' ছাড়ছেন। অরবিন্দ কুমার এখনও আবাসনেই আছেন। তাঁর কথায়, 'জল বাঁচিয়ে ব্যবহার করছি। রান্না-খাওয়ার জন্য মিনারেল ওয়াটারের উপরে নির্ভরশীল।' আজ, শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনিও অন্যত্র ঠাঁই নেবেন।

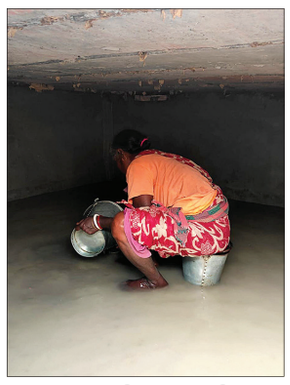

সুখবৃষ্টি আবাসন

এনকেডিএ-র এক কর্তার কথায়, 'আবাসনের অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ও রিজ়ার্ভারের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি বহু বছর। তাই এমন অবস্থা।' আবাসন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আপাতত এনকেডিএ-ই সাফাইয়ের কাজ করছে, তবে পরে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আবাসনকেই নিতে হবে। এনকেডিএ ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের পাঠানো ট্যাঙ্কার থেকে জল সংগ্রহ করছেন বাসিন্দারা। বিধাননগর পুরনিগমও জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে। ট্যাঙ্কগুলিও নিয়মিত রিফিলিং হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা।

ভাড়াবাড়ি, অস্থায়ী ঠিকানা থেকেই মামলা করতে পারবেন নির্যাতিতা

গার্হস্থ্য হিংসার মামলায় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

এই সময়: স্বামীর অত্যাচারের জেরে যে সব মহিলা নিরাপত্তার কারণে বেরিয়ে গিয়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে বাধ্য হন, তাঁরা সেই অস্থায়ী ঠিকানা থেকেই আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন। কেবল স্থায়ী ঠিকানা নয়, ভাড়া নেওয়া বা অস্থায়ী বসবাসস্থলও গার্হস্থ্য হিংসা আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য হবে বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা জজের রায় খারিজ করে এ কথা জানিয়েছে হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে এক মহিলার দায়ের করা মামলায় বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, গার্হস্থ্য হিংসার শিকার কোনও মহিলা নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনও জায়গায় সাময়িক ভাবে বসবাস করলেও আইনের চোখে সেটা বৈধ আবাস— সেটাকে 'পালিয়ে যাওয়ার ঠিকানা' বলে ভুল ব্যাখ্যা করে খারিজ করা যায় না।

পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা জজের রায়ের সমালোচনা করে হাইকোর্টের বক্তব্য, ওই আদালত অতি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রায় দিয়েছে, যার ফলে বিচার শুরুর আগেই কার্যত একটি ক্ষুদ্র বিচার (মিনি ট্রায়াল) হয়েছে, যা আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা জজের নির্দেশকে 'ন্যায়ভ্রষ্ট ও আইনের উদ্দেশ্যের বিরোধী' আখ্যা দিয়ে হাইকোর্ট তা খারিজ করেছে।

নজরে আর্থিক অত্যাচার

মামলা যিনি করেছেন, সেই মহিলার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলছিল এবং তিনি আর্থিক ভাবে অবহেলিত হচ্ছিলেন। একটা সময়ে নাবালক সন্তানকে নিয়ে তিনি পূর্ব মেদিনীপুরে স্বামীর বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। পরে তিনি কলকাতার তালতলা এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তিনি বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে এবং বাসস্থানের অধিকার ও আর্থিক সহায়তার মতো একগুচ্ছ সহায়তা চেয়ে কলকাতার একটি আদালতে মামলা করেন। নিজের অস্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড, ভাড়ার চুক্তিপত্র, বাসিন্দা হিসেবে শংসাপত্র এবং ওই ঠিকানায় আদালতের নোটিস প্রাপ্তির নথি পেশ করেন। কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলাটি গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে। কিন্তু মহিলা স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয় পূর্ব মেদিনীপুরে অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত।

সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে ওই মহিলা দ্বারস্থ হন হাইকোর্টের। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ— গার্হস্থ্য হিংসা আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে, স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে যেখানে ভুক্তভোগী বসবাস করেন, সেখানেই মামলা করা যায়। ওই মহিলাকে স্বামীর আর্থিক সহায়তা না-দেওয়াকে আদালত 'ইকোনমিক অ্যাবিউজ়' বা আর্থিক নির্যাতন হিসেবেও চিহ্নিত করেছে। আদালতের বক্তব্য, এটা একটি ধারাবাহিক অপরাধ, যা প্রতিদিন নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতার আদালতেই গার্হস্থ্য হিংসার মামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের।

'দুয়ারে রেশন': শুনানি শেষ, রিজ়ার্ভ রায়দান

এই সময়, নয়াদিল্লি: 'দুয়ারে রেশন' মামলায় উঠল 'ব্লিঙ্কইট' প্রসঙ্গ!

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা ও বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চে 'দুয়ারে রেশন' মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদীর দাবি, প্রকল্পে রাজ্য আইনভঙ্গ করেনি। তাঁর যুক্তি, রাজ্য সরকার তার বাসিন্দাদের জন্য 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প পরিচালনা করলে কেন্দ্র এখন আপত্তি

উঠল 'ব্লিঙ্কইট' প্রসঙ্গ

করছে কেন? প্রকল্প শুরুর সময়ে কেন্দ্র আপত্তি করেনি। রাজ্যের পূর্ণ আইনি অধিকার আছে এই প্রকল্প পরিচালনার। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রেশন ডিলারদের প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা এবং রেশন ডেলিভারির জন্য এককালীন এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করছে রাজ্য সরকার।

কেন 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প নিয়ে আপত্তি করছে কেন্দ্র, সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী শৈলেশ মাডিওয়াল। তাঁর পাল্টা দাবি, রাজ্য সরকার 'ওয়ান নেশন-ওয়ান রেশন' মানছে না। কেন্দ্রের খাদ্যসুরক্ষা আইন মেনে পরিচালিত হচ্ছে না রাজ্যের প্রকল্প, অভিযোগ করেন কেন্দ্রের আইনজীবী। শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা কেন্দ্রের এই অভিযোগ খারিজ করেছেন। বিচারপতি নাথ বলেন, 'রাজ্যে প্রকল্প অনেকটা 'রেশন' প্রকল্পে ব্লিঙ্কইট ডেলিভারির মতো। যাঁদের রেশন প্রয়োজন, তাঁরা এই প্রকল্পে রেশন ঠিক মতো পাচ্ছেন কি না, সেটাই বড় বিষয়। এ দিন বিস্তারিত শুনানি শেষে রায় 'রিজ়ার্ভ' রেখেছে শীর্ষ কোর্ট। বেঞ্চ জানিয়েছে, এর পরেও যদি কোনও পক্ষে কিছু বলার থাকে, তা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত আকারে জমা দিতে পারবেন।

মিমিকে নোটিস

এই সময়, বনগাঁ: জামিনের পরেই অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে আইনি নোটিস পাঠালেন বনগাঁর জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী। তাঁর হয়ে বুধবার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমিকে নোটিস পাঠিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। ওই নোটিসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পারিশ্রমিকের ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ফেরত, ভিত্তিহীন অভিযোগে সম্মানহানির জন্য ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ-সহ মিমিকে জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছেন তনয়। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন, এর আগে তনয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার নোটিস পাঠিয়েছিলেন মিমি। তার পাল্টা জবাবে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, আইনজীবীরা তার উত্তর দেবেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ না করলে মিমির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি তনয়ের।

'পথশ্রী' প্রকল্পের রাস্তা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার সিজ়ড জমিতে!

এই সময়: বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেই জমি রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে। কিন্তু সেই জমিতেই সরকার রাস্তা তৈরি করছে বলে অভিযোগ উঠল।

রাজ্য সরকারের 'পথশ্রী' প্রকল্পে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের মথুরাপুর গ্রামের যে জমিতে রীতিমতো সরকারি প্রকল্পের বোর্ড লাগিয়ে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেটা আসলে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা 'র‍্যামেল'-এর বাজেয়াপ্ত করা জমি, এমনই অভিযোগ। শুধু সরকারি রাস্তা নয়, সেই ৭২ বিঘা জমির একাংশকে প্লট করে করে বিক্রিও করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রেখে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তাঁদের তরফে হাইকোর্ট-নিযুক্ত এসপি তালুকদার কমিটিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তি নিলামে তুলে আমানতকারীদের টাকা দ্রুত মিটিয়ে দিতে তালুকদার কমিটিকে বার বার চাপ দিচ্ছে হাইকোর্ট। তার মধ্যেই এমন অভিযোগ।

চিঠি কোর্ট-কমিটিকে

আমানতকারীদের আইনজীবী অরিন্দম দাস এ ব্যাপারে লিখিত ভাবে তালুকদার কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্টের হেফাজতে থাকা জমি এক দিকে প্লট করে বিক্রি হচ্ছে, আবার সেই জমির মাঝখান দিয়ে সরকারি 'পথশ্রী' প্রকল্পের পাকা রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। তাঁর অভিযোগ, এই দু'টি কাজই বেআইনি। প্লট করে জমি বিক্রি ও রাস্তা তৈরি বন্ধ করতে মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে চিঠিতে।

জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যেই এই রঘুনাথগঞ্জ। এর আগে জঙ্গিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার জমিতে জলপ্রকল্প তৈরির অভিযোগ ওঠে, তখন প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেছিল। এ বারের অভিযোগ মহকুমা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তবে জঙ্গিপুরের মহকুমাশাসক সুধীরকুমার রেড্ডি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এমনটা হওয়ার কথা নয়। আমি গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' জঙ্গিপুরের বিধায়ক, তৃণমূলের জাকির হোসেন কোনও মন্তব্য করেননি। মহকুমা প্রশাসনের এক অফিসার অবশ্য বলেন, 'ওই জায়গায় সরকারি জমিও রয়েছে। তার মধ্যে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার জমি কোনও ভাবে ঢুকে গিয়ে থাকলে সেটা ছেড়ে দেওয়া হবে।'

দুই নদীর সংস্কারে জার্মান সংস্থার সঙ্গে মউ রাজ্যের

এই সময়: নদিয়ার জলঙ্গি এবং উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতী নদীর হারানো গৌরব ফেরাতে জার্মান সংস্থা 'জিআইজ়েড'-এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করতে চলেছে নবান্ন। সেচ ও জলপথ দপ্তর সূত্রে খবর, নদী দু'টির নাব্যতা ফেরানোর পাশাপাশি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, একটি 'রিভার বেসিন মাস্টারপ্ল্যান' তৈরি, যার মাধ্যমে পলি জমার সমস্যার সমাধান হবে। নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতাও বাড়বে।

সম্প্রতি দপ্তরে এক পর্যালোচনা বৈঠকের পরে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'গত ক'দশকে পলি জমে নদী দু'টির স্বাভাবিক প্রবাহ অনেকটাই থমকে গিয়েছে। ফলে বর্ষায় দু'দিক ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে, বিঘার পর বিঘা জমিও পড়ে ভাঙনের কবলে। জার্মান প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করব। এতে ভাঙন ও প্লাবনের ঝুঁকি কমার সঙ্গেই তীরবর্তী মানুষের জীবিকাও সুরক্ষিত হবে।'

দপ্তরের এক কর্তা জানান, প্রকল্পের নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করবে কল্যাণীর 'রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। রাজ্য বাজেটে ঘোষিত 'নদী বন্ধন' প্রকল্পে এই কাজের জন্য প্রাথমিক ভাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরের এলাকাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে আইআইটি মাদ্রাজ এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে বালু ভরাট ও 'অ্যান্টি-ইরোশন' ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রবীণ নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রর বক্তব্য, 'নদীকে তার অববাহিকা অনুযায়ী বিচার করতে হয়। জার্মানির মতো দেশে নদী ব্যবস্থাপনায় যে আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে, তা ইছামতী বা জলঙ্গির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলে দক্ষিণবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাইলফলক হতে পারে।'

টিকিট বিতর্কে সতর্ক বিশ্বভারতী

এই সময়, শান্তিনিকেতন: শান্তিনিকেতনে হেরিটেজ ওয়াক-এর টিকিটে কালোবাজারি করার অভিযোগ। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর দাবি, আশ্রম পরিদর্শনের জন্য টিকিটের কালোবাজারি নিয়ে বিদ্বেষমূলক ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার ছাড়া এই টিকিট পাওয়ার বিকল্প পথ নেই। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখার টিকিট কালোবাজারি হচ্ছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছিল। তার পরেই বিজ্ঞপ্তি জারি হলো।

বর্তমানে শুক্র, শনি ও রবিবার পর্যটকেরা নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রম এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন। মাথাপিছু টিকিট ছিল মূল্য ৩০০ টাকা। পড়ুয়াদের জন্য ১৫০ টাকা। অভিযোগ, ৩০০ টাকার টিকিট ২০০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে! বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্টার ছাড়া কেউ যদি অন্যত্র থেকে টিকিট সংগ্রহ করেন, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবেন না।

KESORAM INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L17119WB1919PLC003429)

Regd. Office: Birla Building, 9/1, R N Mukherjee Road, Kolkata-700001, West Bengal, India
Contact No.: +91 33 2243 5453 • **Email ID:** corporate@kesoram.com • **Website:** www.kesocorp.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("**IDC**") on the Open Offer to the Public Shareholders of Kesoram Industries Limited ("**Kesoram**"/"**Target Company**") under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI (SAST) Regulations, 2011**")

1)	Date	February 19, 2026
2)	Name of the Target Company ("**TC**")	Kesoram Industries Limited
3)	Details of the Open Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 8,07,72,600 fully paid-up equity shares having face value of ₹10 each representing 26.00% of Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹5.48 per Equity Share from the Eligible Equity Shareholders of the Target Company in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4)	Name of the Acquirer	Frontier Warehousing Limited ("**Acquirer**")
5)	Name of the Manager to the Offer	Mark Corporate Advisors Private Limited (SEBI Reg. No.: INM000012128) **Address:** 404/1, The Summit, Sant Janabai Road (Service Lane), Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai – 400057 **Email ID:** openoffer@markcorporateadvisors.com
6)	Members of the Committee of Independent Directors	**(i)** Mr. Satish Narain Jajoo (DIN: 07524333) : Chairman **(ii)** Mrs. Mangala Radhakrishna Prabhu (DIN: 06450659) : Member **(iii)** Mr. Jitendra Kumar Agarwal (DIN: 06830635) : Member **(iv)** Ms. Rashmi Bihani (DIN: 07062288) : Member
7)	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any	All the Members of the IDC are Independent Directors on the Board of the Target Company. Mr. Satish Narain Jajoo holds 208 equity shares of Target Company. Barring this, none of members of the Committee of Independent Directors hold any equity shares in the Target Company. None of the members of the IDC have entered into any contract or have other relationship with the Target Company, except as mentioned above.
8)	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ securities of the Target Company during the: (a) 12 months period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation.
9)	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any	None of the members of IDC: (a) are Directors on the Board of the Acquirer; (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirer; and (c) have any contracts/ relationship with the Acquirer.
10)	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ securities of the Acquirer during the: (a) 12 months period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation.
11)	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on a review of the relevant information (as set out in the summary of reasons for recommendation below), the IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹5.48 per Equity Share is in accordance with the applicable regulations being SEBI (SAST) Regulations 2011 and accordingly, is fair and reasonable.
12)	Summary of reasons for recommendation	The IDC has perused the DPS, DLOF and LOF issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer in connection with the Open Offer. The recommendation of the IDC set out in the paragraph above is based on the following: (a) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011; (b) The Offer Price of ₹5.48 per equity share is more than the negotiated price for acquisition of Equity Shares by the Acquirer i.e. ₹4.00 per Equity Share; and (c) The Offer Price is equal to the volume-weighted average market price of the Equity Shares during the period of 60 trading days immediately preceding the date of the PA, as traded on the National Stock Exchange of India Limited (the stock exchanges with maximum volume of trading during such period), i.e. ₹5.48 per Equity Share. This is an Open Offer for acquisition of publicly held Equity Shares. The public shareholders have an option to tender the Equity Shares held by them or remain public shareholders in the Target Company. The public shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and the market performance of the Target Company's scrip and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer. The statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at www.kesocorp.com
13)	Disclosure of Voting Pattern of IDC	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting held on February 19, 2026.
14)	Details of Independent Advisors, if any	None
15)	Any other matter(s) to be highlighted	The current market price is higher than that of the offer price.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For and on behalf of
The Committee of Independent Directors of
Kesoram Industries Limited
Sd/-

Satish Narain Jajoo
Chairman-IDC
(DIN: 07524333)

Date : February 19, 2026
Place : Kolkata